Primitive Music

আদিম ভাষা জন্মাবার পরই আদিম গান জন্মেছিল বলে মনে করা হয়। সংগীত-গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন, আদিম গান সর্বত্রই সরল এবং অবরোহক্রমিক। অবরোহক্রমিক গান বলতে সেইসব গান বোঝায়, যেগুলির স্বরসঞ্চরণ উচ্চগ্রাম থেকে নিম্নগ্রাম অভিমুখে হয়ে থাকে। যেমন, র স, জ্ঞ র স, ম জ্ঞ র স, র স... ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ স্বরগুলি উচ্চগ্রাম থেকে নিম্নগ্রাম অভিমুখে নেমে এসে আবার উচ্চগ্রাম-এর দিকে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। আদিম গানে দুটি-তিনটির বেশি স্বর ব্যবহৃত হতো না। এইগুলিকে ঠিক সাংগীতিক স্বর বা 'গেয়-স্বর' (Musical Note) বলা যায় না। কারণ, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আদিম-গানের স্বরগুলি ছিল বেসুরো। তাই, সংগীত-বিজ্ঞানের পরিভাষায় এগুলিকে 'পাঠ্য-স্বর' (Chanting Note) বলা হয়। গবেষকগণ, পৃথিবীর সর্বত্র আদিম গানের প্রকৃতি প্রায় এক বলেই মনে করেন। পার্থক্য যা দেখা যায়, তা হলো অঞ্চলভেদে উচ্চারণ-ভেদ এবং ছন্দ-ভেদ। গানগুলির সুর সর্বত্রই একঘেঁয়ে। সরল চলন-যুক্ত এবং অলঙ্কার-বর্জিত। এই গান দলবদ্ধভাবে গাওয়া হয়। গানের প্রথম পংক্তি একজন মূল গায়ক গায়, তারপর দ্বিতীয় পংক্তি দু'বার কিংবা তিনবার আবৃত্তি করে। প্রায় সব গানেই সমছন্দ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এই ছন্দ রক্ষা করা হতো ঘন অথবা আনদ্ধ-বাদ্য (আদিম)-যন্ত্রে সমছন্দে আঘাত দ্বারা। এখানে বিশেষভাবে জানা উচিত যে, প্রায় সব গানেতেই আদিম নাচ প্রয়োগ হতো। আদিম উপজাতীয় নাচ দু'প্রকার হয়ে থাকে, যথা—সরল-রেখায় অথবা বৃত্তাকারে। সরল-রৈখিক নাচে শিল্পীরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পরস্পর বাহু-সংলগ্ন করে কিংবা হাত-ধরাধরি করে আনদ্ধবাদ্য কিংবা ঘনবাদ্যের তালে তালে পা ফেলে। এতে কোনোরকম 'মুদ্রা' এবং ভাব-অভিনয় থাকে না। পরবর্তীকালে আদিম মনুষ্যসমাজ আরো উন্নত হলে আদিম নাচেরও সংস্কার ঘটে। তখন সরল-রৈখিক নাচ ছাড়াও বৃত্তাকার নাচের উদ্ভব ঘটে। এতে দলবদ্ধ নৃত্যশিল্পীরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে প্রসারিত হয়ে একটি বৃত্ত রচনা করে এবং বৃত্তের মধ্যস্থানে একজন প্রধান নর্তক থাকে, যাকে অনুসরণ করতে থাকে সহকারী নর্তক-নর্তকীগণ (বৃত্ত-রচনাকারী)। এখানে বিশেষভাবে বলে নেওয়া আবশ্যক যে, আদিম মনুষ্যসমাজে গীতশিল্পী ও নৃত্যশিল্পী বলে আলাদা কিছু ছিল না। যারাই গাইতো, তারাই নাচতো। তবে অনেক সময় নাচ-গানের অনুষ্ঠানে সমবেতভাবে 'ধুয়া' দেবার জন্য একদল পৃথক গায়কও থাকতো।

আদিম গানের প্রকৃতি

এরপর কয়েক সহস্র বৎসর পরে, মানুষ আগুন জ্বালাতে শেখে, গৃহনির্মাণের কৌশল আয়ত্ত করে এবং কৃষিকাজ আবিষ্কার করে। ফলে আদিম মনুষ্যসমাজের এক শাখা গ্রাম সৃষ্টি করে। মানুষের জীবনে আসে স্থিতিশীলতা, সৃষ্টি হয় 'কৃষ্টি'। জীবনে স্থিতিশীলতা না এলে ভাবনার উন্মেষ ঘটে না, চিন্তার বিকাশ ঘটে না। মানুষের কল্পনাশক্তির উন্মেষ ঘটে না। যাই হোক্, এই গ্রাম্য সমাজব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত হয় গ্রাম্য-সংস্কৃতি।